প্রথম আলো

তারিখ ... 1 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...২...

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা আবাসন সংকট

মানসুরা হোসাইন ●

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয় হোস্টেল বা হলে সিট পেতে। কারও কারও সিট পেতে বছরও পেরিয়ে যায়। শিক্ষাপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে সিট পাওয়ার পরও তাঁদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এসব ভোগান্তি ও সমস্যার কথা জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল এবং ইডেন ও বদরুন্নেছা কলেজের হোস্টেলের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রীরা।

ছাত্রীদের মতে, তাঁদের মতো মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা আবাসিক সুবিধা থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব। ঢাকায় মিরপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল ও গাজীপুরের অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেনে (এবিসি) মেয়েদের আবাসিক সুবিধায় মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার সুবিধা আছে। দেশের ৬৪টি জেলায় চালু থাকা সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম (প্রথম থেকে দশম শ্রেণী) প্রকল্পে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে কেবল ছেলেরা। ফলে শিক্ষা অর্জনের জন্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মেয়েদের শুরু থেকেই সংগ্রাম করতে হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম হয় আরও কঠিন। ঢাকায় অল্প আবাসিক সুবিধা থাকলেও ঢাকার বাইরে নেই।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রীদের শিক্ষাব্যবস্থার এমন চিত্রের মধ্যে আজ ১ এপ্রিল বুধবার পালিত হচ্ছে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘ-সনদ এবং সনদের ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। এ সনদেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যদের সঙ্গে সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামে কর্মরত নাজমা আরা বেগম ২০০৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেন। কেবল পড়াশোনার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসতে হয়। ব্যাপ্টিস্ট মিশন ইন্টিগ্রেটেড স্কুল থেকে এসএসসি ও বদরুন্নেছা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। তিনি ছিলেন আবাসিক ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেছেন শামসুন্নাহার হলে। তাঁর মতে, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মেয়েকে ঢাকায় পাঠিয়ে পড়ানোর মতো আর্থিক সংগতি অনেক অভিভাবকেরই নেই।

সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প চালায় সমাজসেবা অধিদপ্তর, সাইট সেভারস ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায়। ১৯৭৪ সাল থেকে এটি চালু রয়েছে। এর প্রকল্প কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম খান বলেন, প্রকল্পের আওতায় যাতে মেয়েরাও সুযোগ পায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

জানা গেছে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতজন, ইডেন কলেজে ১৫ জন ও বদরুন্নেছা কলেজে ১২ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রী রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে রোকেয়া হলের বিভিন্ন কক্ষে রয়েছেন পাঁচজন। হলে সিট পাওয়া নিয়ে তাঁদের একজন বলেন, 'সিট পেতে দিনের পর দিন চোখের পানি ফেলতে হয়েছে। আপাদের পা ধরার বাকি ছিল।' সিট পাওয়ার পর দেখা দিচ্ছে অন্য সমস্যা। এ সম্পর্কে আরেকজন জানান, ক্যাসেট বাজিয়ে পড়তে হয় বলে কক্ষের অন্যরা সহ্য করে না। অন্যদের সমস্যা হয় বলে রিডিং রুমেও পড়ার অনুমতি মেলে না। এয়ারফোন লাগিয়ে পড়ায় চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা আছে। ফলে শীতের রাতে বারান্দায় পড়তে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর মতো ছাত্রীদের পড়ার কক্ষের জন্য হল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হলে বলা হয়, কক্ষ খালি নেই। এ ব্যাপারে প্রভোস্ট লায়লা নূর বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর এ ধরনের আবেদন পাইনি। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রীদের পড়াশোনার পদ্ধতি আলাদা হওয়ায় তাদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রী চায়না রানী মণ্ডল, রহিমা পাটোয়ারী ও বিউটি জানান, হলে তাঁদের পৃথক কক্ষ থাকায় পড়ার সমস্যা হয় না। তবে নতুন কেউ এলে তাঁদের কক্ষে সিট না থাকলে অন্য কক্ষে দিতে গেলে আপত্তি ওঠে।

বদরুন্নেছা কলেজের হোস্টেলের ১০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষার্থী। তাদের একজন জানায়, সিট পাওয়ার আগে এক বছর তাকে মিরপুর থেকে এসে ক্লাস করতে হয়েছে। তখন যাতায়াতের ভোগান্তি কথায় অপেক্ষা রাখে না। ওই কলেজের ছাত্রী সালমা, নাসিমা, জান্নাতুল, সরস্বতী, পারুল, রোকেয়া, শাপলা, স্বর্ণা, সুরাইয়া ও আয়শা জানায়, স্বাভাবিক শিক্ষার্থীর চেয়ে তাদের পড়াশোনার খরচ কয়েক গুণ বেশি।

ইডেন কলেজের একটি হোস্টেলের একজন মেট্রন বলেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রীদের সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং তাদের সিট ও খাবার বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়েত মৈত্রী হলের সাবেক প্রভোস্ট তাহমিনা আখতার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ছাত্রীর জন্য হলে সিট পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রতিবন্ধী ছাত্রীরা যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিট পায়, সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নজর দেবে।